শ্রীশ্রীদুর্গা।

শরণং।

মাধব মঙ্গল।

নৈহাটী নিবাসি

গুণযুক্ত শ্রীযুত উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়

কবি মহাশয় কর্তৃক।

নব প্রবন্ধে নানাবিধ ছন্দে বিরচিত।

শ্রীযুত বিশ্বম্ভর নাহার

আদেশানুসারে।

কলিকাতা।

শরানহাটা স্ট্রীটে ৯২ নং ভবনে এঙ্গ্লো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ান

যন্ত্রে মুদ্রিত।

☞ এই পুস্তক যাঁহারা গ্রহণাভিলাষি হইবেন তাঁহারা

চিৎপুর রোডে ৯৭।২ নং ভবনে অন্বেষণ

করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র॥

১২৬৭ সাল ১৪ আশ্বিন।

বিজ্ঞাপন।

নৈহাটী নিবাসি গুণযুক্ত শ্রীযুত উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় কবি মহাশয় তাঁহার রচিত এই গ্রন্থের স্বত্ব আমাকে দিয়াছেন এই গ্রন্থের স্বত্বাধিকারী আমি হইলাম ইতি।

শ্রীবিশ্বম্ভর লাহা।

সন ১২৩৭ সাল।
১৫ আশ্বিন।

বিজ্ঞাপন।

আমি পুরাণ সম্মত মাধব মঙ্গল বন্ধু দিগের অনুরোধে সাধুভাষায় নানাবিধ ছন্দোবন্ধে বর্ণনা করিতে প্রবর্ত্ত হইলাম, যদ্যপি ইহার বিবরণ পুরাতনী বটে, তথাপি পুরাতনী কথা যদি নূতন শব্দ দ্বারা বিরচিতা হয়, তবে বিজ্ঞদিগের মনোজ্ঞা হইতে পারে, "যে স্ত্রীকে বালিকা অবধি দেখিতেছে সে যেমন যৌবনকালে মনোরমা হয়,, গুণগ্রাহক মহাশয়েরা অনুগ্রহপূর্ব্বক এই গ্রন্থ গ্রহণ করিলে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়, যদি বিবেচনাপূর্ব্বক দোষ দৃষ্টি হয় তবে সুর্পের ন্যায় দোষ পরিত্যাগ করিয়া গুণগ্রহণ করিবেন ইতি।

শ্রীউমাচরণ শর্ম্মা।

সূচীপত্র।

হরি মহীমা

ত্রিপদী।

প্রকৃতি দ্বারায় হরি, জগত উদ্ভব করি,
বিহার করেন জগন্ময়।
প্রকৃতি আকৃতি নর, আদি সৃষ্টি চরাচর,
হয় সব তাহাতে তন্ময়॥
চতুর্ব্বিধ ফল দায়ী, কভু বটপত্র শায়ী,
কভু নিদ্রা অনন্ত শর্য্যায়।
কভু নানা অবতার, কভু ব্রহ্ম নিরাকার,
তেজো রূপে মহাদীপ্তি পায়॥
কভু ধরাধর তলে, ধরাধর কুতুহলে,
কভু তাঁর বৈকুণ্ঠে নিবাস।
কভু স্থিতি শূন্যভরে, কভু রন ক্ষীতিপরে,
কভু বৃন্দাবনেতে বিলাস॥
কভু অর্জ্জুনের রথে, কখন কাননপথে,
কভু বাস পাতাল ভিতরে।
প্রদায়ক সুখ শিব, করিয়া সৃজন জীব,
পরমাত্মা রূপেতে বিহরে॥
নাভি সরোরুহে যাঁর, জন্ম হোলো বিধাতার,
জাহ্নবীর জন্ম পদতলে।
অতি অপরূপ মায়া, কে জানে মায়ার ছায়া,
বলিরে বন্ধন কৈলা ছলে॥
গ্রহণে হরির নাম, জীবে পায় মোক্ষধাম,
খণ্ডায় জনম আদি দুঃখ।
পঞ্চানন পঞ্চমুখে, যাঁর গুণ গান সুখে,
চতুর্ম্মুখে জপে চতুর্ম্মুখ॥

হরি মহিমা।

ইন্দ্র আদি দেবগণ, নারদাদি তপোধন,
যাঁর যশ গায় অবিরত।
প্রণিধী প্রহ্লাদ ধ্রুব, ইত্যাদি ভকত সব,
হরি ভক্তি পূর্ণ মনোরথ॥
ধ্যানাসাধ্য বিষ্ণু তায়, যোগে যোগী নাহি পায়,
হেন প্রভু দেব দামোদর।
ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব পদ, সেবিয়া যাঁহার পদ,
সুরেশ হইল পুরন্দর॥
হরিনামে মহাপাপ, ছারখার হয় তাপ,
বিপদ যন্ত্রণা বিমোচন।
যাহার যেমন ভাব, তাহার তেমন লাভ,
বিরচিল শ্রীউমাচরণ॥

শ্রীশ্রীপরমেশ্বরঃ।

গ্রন্থারম্ভ।

ত্রিপদী।

শুন হে বন্ধু সকলে, ছিল এই ধরাতলে,
বলিসুত বাণ দনুজেশ।
বিশাল বিক্রমান্বিত, পরাক্রমে দেবে ভীত,
কিবা তাতে তুচ্ছ মনুজেশ॥
শঙ্করের প্রিয়ভক্ত, শঙ্কর সেবানুরক্ত,
সদানন্দ পূজায় উল্লাস।
শাসে ক্ষিতি সসাগরা, আশুতোষ ব্রতধরা,
চড়কাদি করিল প্রকাশ॥
বাণের সহস্র বাহু, ঊর্দ্ধ হস্তে যেন রাহু,
চন্দ্র সূর্য্য পাড়িবারে ধায়।
তেজেতে তপন নড়ে, চন্দ্র গিয়া উভুরড়ে,
মহেশের ললাটে লুকায়॥
একে বাণ বলবান, তাহাতে হরের স্থান,
বর পেয়ে বলে দেহ দহ্য।
যুদ্ধে নিজ অনুরূপ, নাহি পায় বাণ ভূপ,
তার বল কার হবে সহ্য॥

বলেতে প্রস্ফীত দেহ, না পেয়ে এমন কেহ,
বিগ্রে হে আপন অনুরূপ।
চিন্তায় চঞ্চল মতি, কাতর হইয়া অতি,
কৈলাস শিখরে গেল ভূপ॥
প্রণমিয়া কীর্ত্তিবাসে, কহে মৃদু মৃদু ভাষে,
শুন শুন প্রভু ত্রিলোচন।
তোমার বরেতে আমি, হই ত্রিভুবন স্বামি,
পরাক্রমে কম্পিত সমন॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ, নাগনর পশু পক্ষ,
আমার সংগ্রামে পরাজয়।
এই অভিলাষ মনে, যুদ্ধ করি তব সনে,
তবে মোর বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়॥
বাণের গর্ব্বিত বাণী, শুনি প্রভু শূলপাণি,
ক্রোধ মনে কন শুন ভূপ।
তোমার সদৃশ যোদ্ধা, প্রকৃত পরম বোদ্ধা,
কাজে পাবে আমার স্বরূপ॥
তোর গৃহে ধ্বজ যবে, আপনি ভঞ্জন হবে,
সেই দিন পাবে যোদ্ধাপতি।
শুনি সর্ব্ববাক্য সর্ব্ব, মনেতে করিয়া গর্ব্ব,
গৃহে গেল বাণ অল্পমতি॥
বাণের তনয়া উষা, সুরূপা রূপের ভূষা,
তার কিছু শুন বিবরণ।
নৈহাটী গ্রামেতে ধাম, শ্রীউমাচরণ নাম,
নবরসে করিল রচন॥

উষাবতীর রূপ বর্ণন।

মালতীছন্দ।

উষানামে পরম সুন্দরী বাণ নন্দিনী।
রূপে দিক আলো করে বিদ্যাধর বন্দিনী ॥
মুখ শতদলে শশধরে সদা গঞ্জিনী।
খঞ্জন নয়নে খঞ্জনের দর্প ভঞ্জিনী ॥
বিহঙ্গ নিন্দিত নাসা ভুরু বায়ু ভক্ষিণী।
ঈষদ অপাঙ্গে ভাল রতিমদ রক্ষিণী ॥
তরলোষ্ঠাধরে কোকোনদ ছদ ধারিণী।
ঠমক ঠামকে মুনি মনমত্ত কারিণী ॥
চাঁচর চিকুর দেখি লজ্জিত কাদম্বিনী।
কটি ক্ষীণ নিম্ন নাভি নিবিড় নিতম্বিনী ॥
কুচযুগ পদ্ম কলি মৃদু মধু ভাষিণী।
হাবভাব সুধাময়, সুধাময় হাসিনী ॥
রূপের ছটাতে হৈল সলজ্জিতা দামিনী।
উরু গজবর কর গজবর গামিনী ॥
শ্রুতির গহ্বরে প্রভাকর কর দলিনী।
তনু কোমলতা ভাবে তুল্য নহে নলিনী ॥
নবীন যৌবনী ধনী নবরস রঙ্গিণী।
বাদ্য গীতে আনুরক্তি সদা সখি সঙ্গিনী ॥
অনূঢ়া আছিল কান্তহীন যোগে যোগিনী।
পতিবিনা মর্ম্মেতে বিরহ ক্লেশ ভোগিনী ॥
একদিন নিদ্রা যায় কন্যা সুখ শালিনী।
স্বপ্নে অনিরুদ্ধে রতি দেয় বাণ বালিনী ॥
নিদ্রার বিয়োগে বালা হৈল মনো বাহিনী।
রচিল উমাচরণ ভাষাকাব্য কাহিনী ॥

সখি কর্তৃক উষার বিরহানুভাব।

তোটকছন্দ।

বাণকন্যা স্মরাঙ্গজে স্বপ্ন দেখি।
মনো মধ্যে রাখে প্রেমারম্ভী লেখি॥
উষা সঙ্গিনী চঙ্গিনী চিত্রলেখা।
আর পদ্মাবতী সহ স্বর্ণ রেখা॥
মৃদু মন্দ ভাষে কহে চন্দ্রমালা।
কেনে ছন্ন বেশ দনুজেন্দ্র বালা॥
মুখ পূর্ণ শশী মৃগ অঙ্ক হীন।
কেন অদ্য দেখি অমাবস্যা দিন॥
পূত শুষ্ক ভাব হৃদপদ্ম দল।
তাতে নেত্র ঘন কত বর্ষে জল॥
আছ বিদ্যমানে কেন খেদ্যমানে।
বল চিত্ত গেল কার সন্নিধানে॥
আর সখি বলে সখি স্বপ্ন যোগে।
বুঝি মত্ত ছিলা রতিকান্ত ভোগে॥
ঘুম ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিল প্রেম রঙ্গ।
মনে ক্ষুব্ধ এত তেঁই ক্ষীণ বস॥
হবে হবে বলি সখী অন্যা কহে।
নহে বিচ্ছেদ চিহ্ন কি অন্যে রহে॥
দেখ গণ্ডে হাত দিয়া মুণ্ড নত।
হেন ইন্দুবর হয় রাহু গত॥
ঘন নিশ্বাস প্রশ্বাস দীর্ঘাকারে।
সদা গচ্ছতি গচ্ছিত এ প্রকারে॥
আছে চিত্তনিরন্তর চিন্তামানে।
দেখ অক্ষি সচকিত সুপ্রমানে॥

কিবা যত্ন হীন ও সযত্ন তনু।
বুঝি ছিন্ন করে দেহ পুষ্প ধনু॥
সখি উক্তে রামা কহে খেদ্যাবাণী।
মোরে দণ্ড করে সদা দণ্ড পাণি॥
রামা দুঃখে কহে নিরানন্দ মনে।
উমাচরণ তোটক ছন্দ ভনে॥

সখির প্রতি উষার স্বপ্ন কথন।

অন্তর্য্যমক সুদীর্ঘ ত্রিপদী।

শুন শুন সহচরি, মরম দুঃখেতে মরি,
মনোদুখ তোরে কিছু সবিশেষ কইলো।
গত যামিনীর যোগে, স্বপ্ন দেখি নিদ্রা ভোগে,
যে নাগরে হেরিয়াছি সে নাগর কইলো॥
অবলা পাইয়ে একা, স্বপনে সে দিল দেখা,
এখন সে কোথা গেল বল প্রাণ সইলো।
সে বিনা আমার তনু, মনো দহে মনোজনু,
রাজবালা হোয়ে জ্বালা আর কত সইলো॥
জীবন যৌবন ধন, অর্পণ করেছি মন,
প্রাণ নাহি আন ভাবে সে নাগর বইলো।
কবে হব তার কান্তা, হোয়েছি বিষম ভ্রান্তা,
যৌবনের বোঝা বল কত আর বইলো॥
কিছু ভাল নাহি লাগে, সে বিনা বিরাগ রাগে,
আনন্দকানন মোর পরিভঙ্গ হয়লো।
আশা বায়ু অবলম্বে, আছি মাত্র নিরালম্বে,
নিরালম্বে তার কাছে গেল মন হয়লো॥

সেই মন হয় হয়ে, আনিবে তাহারে লয়ে,
বিচ্ছেদ বিচ্ছেদ হবে একি মনে লয়লো।
মন সে বিশ্বাসি নয়, সদা এই করে ভয়,
পাছে তার রূপ দেখে তাতে হয় লয়লো॥
তা হলে বিপদ ভার, একেতে হইবে আর,
দোঁহার অভাবে প্রাণ ত্যজিবেক দেহলো।
শূন্য দেহ রবে পড়ি, ভূমে যাবে গড়াগড়ি,
দ্বিজ কবি কহে সখি মিলাইয়া দেহ লো॥

উষাবতী প্রতি সখির উক্তি এবং উষার
শিব পূজা।

পয়ার।

শুনিয়া উষার বাণী সখিগণ কয়।
কেমনে মিলাব তোকে না হলে নির্ণয়॥
কিবা নাম কোথা থাকে কাহার নন্দন।
কোন্ জাতি হয় তার নাহি নিরূপণ॥
কি বলি বলিব গিয়া রাণীর গোচরে।
কি প্রকারে কহিবেন রাণী দন্ত ধরে॥
কি কথা কহিলে তুমি পাগলের প্রায়।
অন্ধ যেন উর্দ্দেশে সাগর পারে যায়॥
উষা বলে চুপ কর ছাড় সোর সার।
ইহাতে সম্মতি নাহি হবে মোর মার॥
কে জানে কাহার সুত কোথা করে বাস।
সংপ্রতি আমার হৃদে করেছে নিবাস॥
বড় রূপবাণ সেই হইবে ক্ষত্রীয়।
আমার সকল জন্ম যদি হয় প্রিয়॥

গুপ্তে কোনো রূপে যদি পার মিলাইতে।
তবেতো তোমার ধার নারিব শোধিতে ॥
সখী বলে কি বলিলে আর বোলো নাই।
আপনার মান রাখি আপনার ঠাঁই ॥
গোচরে পঞ্চম কুঞ্জ হইল কাহার।
এ সংসারে জীবনের ভয় নাহি কার ॥
নির্ণয় পাইতে যদি এমনি কহিতে।
তবু কার সাধ্য আছে ভুজঙ্গ ধরিতে ॥
যে সব বলিলে তুমি সকলি অস্থিত।
মাণিক হেতু গিরি গিরি ফেরা অনোচিত
কেনা জানে সিন্ধু মাঝে আছয়ে রতন।
স্বার্থ্য না পাইলে বল কে করে যতন ॥
সখি বাক্য শুনি খেদান্বিতা উষাবতী।
উথলে মরণ দুঃখ শোকে মগ্নাকতি ॥
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে স্মরি প্রাণনাথ।
তুয়া সঙ্গে কবে মোর হইবে সাক্ষাৎ ॥
চিন্তার্ণবে নিমগ্না হইয়া কতক্ষণ।
অধৈর্য্য সম্বরে ধরি ধর্য্য বলম্বন ॥
উষা বলে কি হবে ভাবিলে নিরর্থক।
হইবে মানস সিদ্ধি পূজিলে ত্র্যম্বক ॥
নানা দ্রব্য আনে সতী শিব পুজা হেতু।
স্নান করি বাণ পুত্রী পুজে বৃষকেতু ॥
ফুল বিল্বদল সহ জাহ্নবী জিবন।
সফল সকল হেতু করিল অর্পণ ॥
ষোড়সোপচারে পুজা করিল মহেশে।
ঘন ঘন গাল বাদ্য স্তুতি পাঠ শেষে ॥

করিল মানস পূজা মানসে একান্ত।
মানসে মানস সেই হয় যেন কান্ত ॥
এইরূপে প্রতি দিন ধূর্জ্জটী অর্চ্চনা।
ধ্যান আদি করি করে মনের মাননা ॥
উষার অর্চ্চনে তুষ্ট হয়ে ত্রিপুরারী।
শম্ভু কন বর লও রাজার কুমারী ॥
লহ মনোমত বর, মনোমত বর।
পাইবে অবশ্য কিছু দিন অতঃপর ॥
বর দিয়া পঞ্চানন হৈলা অন্তর্হিত।
পুলকে উষার তনু হইল পূর্ণিত ॥
এইরূপে কিছুকাল করিল যাপন।
নাগরে সদত ধ্যায় নাগরীর মন ॥
ভোজনে শয়নে ক্ষণমাত্র সুস্থ নাই।
দ্বিজ কবি কহে প্রেম বিষম বালাই ॥

উষাবতীর উদ্যান প্রবেশ ও বিরহ।

একাবলী ছন্দ।

নাগর বিহনে ক্ষেদিতা বালা।
উরস্থ বিরহ দুঃখের মালা ॥
সেই দিন উষা মনের ভ্রমে।
ফুল উপবনে যাইল ক্রমে ॥
কিবা সে উদ্যান হরয়ে মন।
জ্ঞান হয় যেন নন্দন বন ॥
নিতান্ত শিতান্ত উদয় তায়।
ফুটে নানা ফুল মলয় বায় ॥

বিরহিতা বালা আকুল প্রাণ।
হানে কুসুমেষু কুসুম বাণ॥
প্রফুল্ল বিমল কমল দল।
কেতকীর গন্ধে অলি বিকল॥
ফুটিল মল্লিকা মল্লিকা নব।
মালতী চম্পক ফুটেছে সব॥
পলাশ পাঁউলী পুর্ণাগ বক।
ফুটেছে অশোক ভূমি চম্পক॥
ফুটে করবীর বিবিধ ভাতি।
কিংশুক কেশর কনক জাতি॥
সেঁউতি গোলাব পাটল কুন্দ
তরুণ করুণ সুমুচুকুন্দ॥
গন্ধরাজ ফুটে রজনী গন্ধ।
ফুটিল কামিনী পেয়ে আনন্দ॥
সৌরভ আমোদে প্রমোদ অলি।
গুঞ্জরে ললীত মন্নিধ কলি॥
সরাগে পরাগে ধুষর অঙ্গ।
ভ্রমে ফুলে ফুলে করিয়া রঙ্গ॥
কমলিনী ভাসে সুখের নীরে।
ঝাঁকে ঝাঁকে ভৃঙ্গ বেড়ায় ফিরে॥
জল রুহ আছে সুপরি হ্রদে।
ভৃঙ্গ ধায় পরিমলের মদে॥
বহন্তী মলয় মারুত মন্দ।
যোগির হৃদয়ে লাগয়ে ধন্দ॥
কুহু কুহু কুহু রবেতে পীক।
মদনের বাণ হানে অধিক॥

কুসুম ছলায় কুসুম বাণ।
প্রহারে মদন আকুল প্রাণ ॥
মোহ হয়ে ধনী পড়িল ধরা।
ভুতলে উদয় সহস্র করা ॥
যেন সৌদামিনী পড়িল খসি।
ভূমে গড়াগড়ি যায় রূপসি ॥
ধরাধরি করি সখিতে তোলে।
চিত্রলেখা তারে লইল কোলে ॥
বসনে আনিয়া জীবন দিল।
সরসে উমাচরণ রচিল ॥

উষাবতীর খেদোক্তি।

চতুষ্পাদি ছন্দ।

ক্ষণেক সম্বিত পেয়ে, কহিছে সখিরে চেয়ে,
কেনো মোর মাথা খেয়ে, আনিলি হেথায় লো।
ফুলবান ফুলবান, হানে মোরে খরশান,
প্রাণনাথ বিনা প্রাণ, মাগিছে বিদায় লো ॥
শুন হে মধু যামিনী, কেন বধহ কামিনী,
বধিলে এ বিরহিণী, কিবা হবে হিত হে।
বিরোধ কি আছে বল, হইয়া বিপক্ষ দল,
কেন মোর মন দল, বলনা নিশ্চিত হে ॥
যেন মোরে দিলি দুখ, পাবি তুই এর সুখ,
অকালে মৃত্যুর ছুক, লাগিবে তোমায় রে।
অরে বায়ু ধিক ধিক, তোরে কবো কিমধিক,
বহিয়া দক্ষিণ দিক, দহ অবলায় রে ॥

তুমি জগৎ প্রাণ হয়ে, কি জন্যে কাননে রয়ে,
আমার পরাণ লয়ে, করিবে গমন হে।
দহিলে আমার চিত্ত, বল পাবে কোন বিত্ত,
তুমি দুঃখের নিমিত্ত, মলয় পবন হে॥
যেমন জ্বলালে মোরে, তেমন পড়িবে ঘোরে,
গুঢ় পাদগণ তোরে, করিবে আহার রে।
অরে অরে মধুব্রত, যেন তুই অনুব্রত,
সন্তাপে কর বিব্রত, জীবন আমার রে॥
পাইবে ইহার কীয়া, কেতকীর ফুলে গিয়া,
সন্তাপিত হবে হিয়া, আর অন্ধ হবে হে।
অহে বনোপ্রিয় কালো, রূপেতে করেছ আলো,
রমণী নাশিতে ভালো, শিখিয়াছ রবে হে॥
শুন অহে রতি পতি, তুমি নিদারুণ অতি,
কেমনে এমন মতি, লইল তোমার হে।
একে বালা আমি ক্ষীণা, তাহাতে বল্লভ বিনা,
হয়ে আছি শক্তি হীনা, দহ কেন মার হে॥
শুনহে কুসুমগণ, হুতাশন বরিষণ,
করিতেছ কি কারণ, কামিনী উপরেতে।
বুঝেছি সবার গুণ, হয়েছ কামের তূণ,
এই হেতু পুনঃ পুনঃ, দহ ফুল শরেতে॥
আলো সখি চিত্র লেখা, রহিল পাষাণে রেখা,
করিয়া না দিলে দেখা, নাগর সহিতে গো।
সে বিনা জীবন যায়, জীবন ফুরাল হায়,
দ্বিজ কবি তদোপায়, চলিল কহিতে গো॥

পয়ার।

গৃহে চল বিনোদিনী বলে সখিগণ।
চন্দ্রোদয়ে অস্তাচলে চলে বিকর্ত্তন ॥
উষা বলে সহচরি এ যে নিশী নয়।
বিরহিনী খোলিতে এ কালসর্প হয় ॥
প্রত্যয় না হয় যদি দেখ বিদ্যমান।
ঐ দেখ মনি যাকে কৈলে ইন্দুজ্ঞান ॥
অধৈর্য্য হইয়া ধনী গেল নিজালয়।
সখিরা করিতে নারে কিছুই নির্ণয় ॥
কাহারে হেরেছে উষা সবে চিন্তা করে।
না জানিতে পারি সবে পড়িল ফাঁফরে ॥
তিন দায় একত্রে হইল উপস্থিত।
সকল সখিতে বসি হইল চিন্তিত ॥
না আনিলে বিরহেতে উষা ছাড়ে প্রাণ।
দ্বিতীয় আনিবে কাকে না পায় সন্ধান ॥
তৃতীয় ভাবনা এই সবার অন্তরে।
প্রাণ যাবে রাজা যদি শুনে ঘুণাক্ষরে ॥
পদ্মাবতী বলে তোরা ভাবিস কি হেতু।
কামার্ণবে সখির বাঁধিয়া দেহ সেতু ॥
বিরহ বহ্নিতে ধনী আজি যদি মরে।
কালি বল তোমারে যতন কেবা করে ॥
রতন হারায়ে শেষে অঞ্চলেতে গিরে।
আর নাকি সখিরে পাইব পুন ফিরে ॥
এত শুনি স্বর্ণরেখা জ্যোতিষ পণ্ডিতা।
খড়ি পাতি গণে সখী হয়ে তরান্বিতা ॥

ত্রিদীব পাতাল মহী করিয়া গমন।
ভাবিতে লাগিল নাহি পেয়ে নিরূপণ ॥
অবশেষে দ্বারকানগরে কাম পুত্র।
তার নিরূপণে সখী পায় সিদ্ধিসূত্র ॥
উষার নিকটে গিয়ে স্বরাপর কহে।
অনিরুদ্ধ নামে উষা শ্রুতি স্থির রহে ॥
মন টলমল করে আঁখি ছল ছল।
শুনিয়া উষার হৃদি করে কল কল ॥
কি শুনালি কি শুনালি সজনী আমার।
ঐ নাম আমারে শুনাও আরবার ॥
এ নাম অবশ্য হবে করি অনুমান।
নহে অকস্মাৎ কেন তুষ্ট হোলো প্রাণ ॥
নিরূপণে হাতে যেন পাইল শশধর।
রচিল উমাচরণ শারদা কিঙ্কর ॥

উষাবতীর অনিরুদ্ধ পট দর্শন।

লঘু-ত্রিপদী।

চিত্রা সহচরী, চিত্রপট করি,
অনিরুদ্ধ রূপখানি।
বিশেষ জানিতে, হাসিতে হাসিতে,
উষারে দিলেক আনি ॥
উষাভাবে তথ্য, স্বপ্ন হৈল সত্য,
সেই ছবি পেয়ে হাতে।
উদ্দিপণ গুণে, দহে প্রেমাগুণে,
নিরখিতে নিজ নাথে ॥

উষা বলে শুন, করিলি কি গুণ,
মোহিলি আমার মন।
একি একিরূপ, নব সুধাকূপ,
করিতেছি বিলোকন॥
চক্ষু সিন্ধু খাদে, ও রূপ আহ্লাদে,
উথলে পীযূষ রূপে।
আর দেখ রঙ্গ, মানস কুরঙ্গ,
পড়িল ও রূপ কূপে॥
কিবা আশ্যদল, করে ঢল ঢল,
কমল জীবন যেন।
ওষ্ঠাধর ছদ, জিনি কোকনদ,
স্বরূপ না দেখি হেন॥
এমন মোহন, নয়ন চিকন,
ঈষদ বঙ্কিত ভুরু।
কিবা ভুজদ্বয়, সুখের আলয়,
করি কর নিন্দ উরু॥
কর যুগ ওর, কুচ ঘটে মোর,
কবেলো অর্পণ হবে।
লাজেরে ভাগায়ে, মদনে জাগায়ে,
হৃদয়ে টানিয়া লবে॥
আনিয়া এজন, করিবে এমন,
ইহাকি মনেতে লয়।
জানিহ নিতান্ত, তবে হবে কান্ত,
বিধি যদি পক্ষ হয়॥
উহু হরি হরি, আহা মরি মরি,
কি করি সজনী বল।

মন্মোথে বিভোর, তনু মন মোর,
উঠিতেছে হলাহল ॥
সখি বলে উষা, তব প্রেম তৃষা,
অনিরুদ্ধে মিলাইব।
রতীর সদনে, আনিয়া মদনে,
সুধাব্দিতে ডুবাইব ॥
শুনে চিত্রাসতী, হরষিত গতি,
হাসিতে হাসিতে চলে।
বসি নিকেতনে, ভাবে মনে মনে,
আনি তারে কোন্ ছলে ॥
অনিরুদ্ধে আনে, যেমত বিধানে,
অপরূপ সে কথন।
দ্বিজ কবি ভনে, সুমিষ্ট গ্রন্থনে,
শুন শুন সর্ব্বজন ॥

অনিরুদ্ধে আনয়ণ।

ত্রিপদী।

কুষ্মাণ্ড তনয়া সতী, নানা গুণে গুণবতী,
চিত্র লেখা আত্মা সহচরী।
মোহিনী বিদ্যায় অতি, সর্ব্বত্রে সুসাধ্য গতি,
স্বর্গ মর্ত্যাতল আদি করি ॥
ঘুচাতে উষার কষ্ট, বিরহ করিতে নষ্ট,
আনিবারে মদন নন্দন।
আকাশ বিমানে যায়, মনের অগ্রেতে ধায়,
প্রবেশিল দ্বারকাভবন ॥

অনিরুদ্ধ যথা আছে, অল্পে অল্পে গিয়া কাছে,
বিনয় পূর্ব্বক নিবেদিল।
বাণ পুত্রী উষাবতী, তোমাতে আশক্ত মতি,
তব রূপ স্বপ্নে দেখে ছিল॥
তার রূপে নাহি সমা, রমণীর মনোরমা
তুলনায় রম্ভা অতি দূর।
লাবন্য সুধার ধার, প্রথম যৌবন তার,
তাতে হৈল বিরহ অঙ্কুর॥
নাহিক সুখের লেশ, এইহেতু বঞ্চে ক্লেশ,
অনূঢ়া আছেন রাজবালা।
এইতো বাসনা আছে, তোমারে পাইলে কাছে,
অর্পণ করিবে বরমালা॥
আমি তারি সহচরী, চিত্রলেখা নাম ধরি,
তোমা লৈতে পাঠাইল মোরে।
শীঘ্র চলো গুণমণি, বিলম্বে মরিবে ধনী,
বদ্ধ আছে তব প্রেমডোরে॥
অনিরুদ্ধ বলে আমি, হইব তাহার স্বামী,
শুনিতে লাগিয়া গেল মনে।
কিন্তু কি রূপেতে যাব, হেন সুখ নিধি পাব,
তুষ্ট হব দর্শন স্পর্শনে॥
সখী বলে আর বার, কর যদি অঙ্গিকার,
গমন করাব নিরালম্বে।
মুদ্রিত করহ আঁখি, বাণ পুরে দিব রাখি,
পাবে প্রিয়া দণ্ড বিলম্বে॥
শুনিয়া তাহার বাণী, মনে মহাদ্ভুত মানি,
অনিরুদ্ধ করিলা স্বীকার।

মোহিনী বিস্তার মতে, উড়ায়ে আকাশ পথে,
উত্তরিল উষার আগার ॥
নিরখিয়া নিজকান্ত, উষার জীবন শান্ত,
হাতে হাতে পাইল সুধাকর।
যেই মত চাতকিনী, হোয়ে থাকে পিপাসিনী,
পরে তুষ্ট হেরি ধারাধর ॥
যে রূপ স্বপনে দেখে, চিত্রা তাহা পটে লেখে,
সেই রূপ হইল প্রত্যক্ষ
দোঁহে দোঁহাকার মুখ, হেরিয়া অপার সুখ,
পরস্পরে হৈল মহাসখ্য ॥
চট্টজ রাধামোহন, ধার্ম্মিক অতি সুজন,
জ্যেষ্ট সুত তার শ্রীশ্রীনাথ।
তাঁহার আত্ম নন্দন, দ্বিজ শ্রীউমাচরণ,
কহিতেছে স্মরিয়া শ্রীনাথ ॥

অনিরুদ্ধের সহিত উষাবতীর মিলন।

পয়ার।

নিশানাথে হেরিয়া চকোর হরষিত।
সুর করে সরোজ আমোদে প্রমোদিত ॥
উষা বলে এই বটে মনের বাহনী।
কেমনে গঠিল বিধি এরূপ সজনী ॥
চিত্র লেখা বলে সখি এই মনোচর।
স্বপ্নে মনো চুরি করি হইল কঠোর ॥
উপযুক্ত শাস্তি দেয়া এখন উচিত।
পেয়েছ আপন স্থানে কেন হও ভীত ॥

ভুজ পাশে বাঁধি নেত্র বাণ মারো দন্তে।
হৃদয়েতে চাপো গিরি প্রহারো নিতম্বে॥
দশনে অধর কাটি কর খণ্ড খণ্ড।
করহ এমন যাতে হয় লণ্ড ভণ্ড॥
চির দিন দিল দুঃখ এবে পাসরিলে।
করহ কর্ত্তব্য দণ্ড কেন লো ভুলিলে॥
সখী বাক্য শুনি উষা হোলো সলজ্জিতা।
হীমাংশু বদনে ধনী বসন আবৃতা॥
ঈষদ হাসিয়া অনিরুদ্ধ মহামতি।
বলে সখী দণ্ড দিতে হয় শীঘ্রগতি॥
বিদেশে প্রেয়সী দণ্ডে বাধে হেন নাই।
রক্ষা পাব আমি দিয়া পিতার দোহাই॥
রত্ন সিংহাসনে পরে বসিল যাদব।
সুখের আগারে হোলো আনন্দ উৎসব॥
ইঙ্গিতে সঙ্গিণী গণ করে আয়োজন।
কর্পূর বাসিত বারি কুন্কুম চন্দন॥
উপাহার নানা জাতি মিষ্টান্ন সন্দেশ।
মিঠাপান গুয়া আর মসলা অশেষ॥
যাদবে যতনে আনি প্রফুল্ল বদন।
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় করায় ভোজন॥
আলোকিতা লাগে তারে সুধা তুল্য খাদ্য।
কেবল ষট্‌পদ মন মকরন্দ বাধ্য॥
অতঃপরে সখিগণ আরম্ভিল গান।
বিবিধ যন্ত্রেতে লয় সহ তাল মান॥
সাধিল সুরাগ গণে রাগিনীর সঙ্গে।
নাগর নাগরী মগ্ন ভাবের তরঙ্গে॥

গীত বাদ্য করি সখি গেল নিজ স্থান।
নাগরী বিরল নাগরের বিদ্যমান ॥
অনিরুদ্ধ কহে শুন শুন প্রিয়তমা।
রূপের নাগরী তুমি গুণে নিরুপমা॥
তোমার ও আস্যদল বিমল সারসী।
কিম্বা জ্ঞান হয় নিষ্কলঙ্ক পুর্ণ শশী ॥
এই করে সুধাকরে সুধাকরে দান।
তব মুখ চন্দ্রে মোরে হানে নেত্র বাণ ॥
ফাঁদ পাতিয়াছ মুখ ছাঁদে ধরি চাঁদ।
লোভে নেত্র চকোরের হোলো পরমাদ
কেবলে কমল দল নয়ন তোমার।
অনল গরলে হৃদি জারিল আমার ॥
অধীনে নির্দ্দয় এত এ আর কেমন।
তোম দেহ রতি রস করি বিতরণ ॥
ইঙ্গিত বুঝিয়া হাসি হাসি কহে ধনী।
ভালো বোল বলিলে নাগর চূড়ামণি ॥
বলিতে কঠিন মোরে নাহি করে লাজ।
বিচারিয়া বুঝ দেখি আপনার কায ॥
স্বপ্নে দেখা দিয়া মোর চুরি কৈলে মন।
তদবধি এ যৌবন করেছি অর্পণ ॥
তব রূপ জলধর জলধর জিনি।
হেরিয়া তৃষিতা মম চিত্ত চাতকিনী ॥
ক্ষণ অদর্শনে হুতাসন বরিষিল।
বিরহ উত্তাপে পক্ষ ধ্যানেতে ডুবিল ॥
জীবনে নির্জ্জীব হোলো বিহীনে জীবন।
তবু নহে প্রেমবারি কণা বরিষণ ॥

বলহে রসিক রাজ কেবা নিদারুণ।
পরে নিন্দ না জেনে আপন গুণাগুণ॥
ইহা শুনি অনিরুদ্ধ সলজ্জিত হয়।
বচন প্রভাবে মন হোলো দ্রবময়॥
উভয়ের বাক্য ফাঁসে উভয়েতে বন্ধ।
হেনকালে রজনী গমন করে অর্দ্ধ॥
কহিতে কহিতে কথা সঞ্চরে অনঙ্গ।
বিয়া বিনা কেমনে হইবে রতিরঙ্গ॥
উষার গলায় ছিল মণিময় হার।
ধর্ম্ম সাক্ষি রাখি ধনী গলে দিল তার॥
গন্ধর্ব্ব বিবাহ হোলো মনে কুতুহল।
রচিল উমাচরণ মাধব মঙ্গল॥

উষাবতীর সহিত অনিরুদ্ধের রতিক্রীড়া।

তোটক ছন্দ।

পতি সঙ্গে পালঙ্কে কি রঙ্গ রাগে।
সতী শোভানুতা পতি সব্য ভাগে॥
নব যুবক আদ্যরসে রসিল।
কোলে কামিনী চন্দ্র যেন খসিল॥
প্রিয় বক্তু ছদে করে চুম্বন রে।
কুচপদ্ম কলি ধরে যুগ্ম করে॥
কুচ শম্ভু দেখি নখ চন্দ্র রূপে।
শিব শীখরে দীপ্তি করে অনুপে॥
শীহরিয়া ধনী অনুনয় করে।
ক্ষম বল্লভ রঙ্গে প্রাণ শীহরে॥

কিবা লভ্য বল রস সাগর হে।
কর কি কর কি কর নাগর হে ॥
নব যৌবন সৌরভ গৌরব হে ॥
দেখ অস্ফুট ভুঞ্জিলে রৌরব হে ॥
রতি সম্ভ্রমে সুন্দর পুষ্প কলি।
তাহে জোর নাহি করে মত্তঅলি ॥
মকরধ্বজ আত্মজ মগ্ন যারে।
মৃদু হাস্যে কহে নিজ অঙ্গনারে ॥
কেন দুঃখ ভাব সখি শঙ্কা বনে।
সুখলভ্য হবে রতি রঙ্গ রসে ॥
অনিরুদ্ধ প্রমত্ত অনঙ্গ সুখে।
পরিহাস্য কথা কহে হাস্য মুখে ॥
রামারঙ্গ করে নানা ভঙ্গি ধরে।
কত ঠাট সুনাট সুহাব করে ॥
ভুরুভঙ্গ তরঙ্গে অনঙ্গ যাচে ॥
মনোরঞ্জন খঞ্জন অক্ষি নাচে ॥
দোঁহে বদ্ধ শেষে দুঁহু ভুজ পাশে।
কহে উমাচরণ সুকাব্য ভাষে ॥

পয়ার।

দুজনে সম্ভোগ করে নির্ম্মল প্রকাশ।
সাধিতে আশার কার্য্য বাড়ে অভিলাষ ॥
কাঞ্চনে সোহাগা যেন হইল মিলন।
এই রূপে মহানন্দে মিলিল দুজন ॥
ঘন ঘন আলিঙ্গন চুম্বন প্রদান।
নিশ্বাসের ঝড়ে উঠে অনঙ্গ তুফান ॥

এইমত রতি কেলি করিল দুজন।
সপত্নী সদৃশ হোয়ে উদীত তপন॥
প্রাতঃকৃত্য করি দোঁহে করে স্নানাশন।
উভয়ের প্রেমে বদ্ধ উভয়ের মন॥
সখিগণ বলে কর্ম্ম ভালো হৈল নাই।
রাজ অন্তঃপুরে চুরি মনে ভয় পাই॥
নিভৃতে উষার কাছে গিয়া সখি বলে।
কোন বেশে নাগরে রাখিবে নিজস্থলে॥
এ কথা যদ্যপি কোনো লোকে পায় টের।
শুনিলে ভূপতি লাগাইবে বড় ফের॥
এক সখি বলে সখী এক যুক্তি আছে।
স্ত্রী বেশ করিয়া অনিরুদ্ধে রাখ কাছে॥
বটে বটে বলিয়া সকলে দিল সায়।
যুক্তি করি যুবরাজে যুবতী সাজায়॥
লইয়া মদন সুত ছদ্ম বেশে পতি।
নিত্য নবরসে রতি রঙ্গে রসবতী॥
দোঁহে যেন এক প্রাণ দেহ ভেদ মাত্র।
তিলেক বিচ্ছেদ নাই কিবা দিবারাত্র॥
নিরুপম প্রেম হৈল মিলনে দম্পতি।
রাধাবনমালী যেন শোভিল তেমতি॥
বিচ্ছেদের দুয়ারেতে পড়িল কপাট।
প্রেমের রাজ্যেতে হোলো আনন্দের হাট॥
নৃত্য গীত বাদ্য কাল তাল মান লয়।
উষা লয়ে সবে আসি করিল নিলয়॥
এইরূপে অনিরুদ্ধ উষাসখী হয়ে।
বিবিধ বিলাসে বান নন্দিনীরে লয়ে॥

রজনীতে সম্ভোগ বিবিধ রসে হয়।
দুই জনে পাশা খেলে বৈকাল সময়॥
নিশী দিশি রঙ্গ রস প্রেয়সীর সঙ্গে।
হাস পরিহাসে ভাসে অনঙ্গ তরঙ্গে॥
কিছু দিনান্তরে রামা হৈল পুষ্পবতী।
সখিরা নিয়ম কৈল ধরিয়া পদ্ধতি॥
ফুটিল প্রেমের ফুল সখি করে হাস।
সম্ভোগেতে দুজনার বাড়িল উল্লাস॥
গোপনে একার্য্য ভালো ভাবি হোলো সায়।
বিধি বুঝি আর কিছু দেখবা ঘটায়॥
ঋতুর রক্ষণে হোলো ধর্ম্মের রক্ষণ।
ঊষার হইল গর্ভ পেয়ে শুভক্ষণ॥
উদরে অপত্য ধরে ঋতু হোলো দূর।
অন্যভাগে খাদ্য দ্রব্যে অরুচি প্রচুর॥
ঘন ঘন হয় ছর্দ্দী জৃম্ভাণ অলস।
অধোভাগে দৃষ্টি করে কন্দর্প কলস॥
নাগর নাগরী সখি হইল চিন্তিত।
সুমিষ্ট এছন্দে দ্বিজ কবির রচিত॥

অনিরুদ্ধের বন্ধন

পয়ার।

উষার হইল গর্ভ বিতর্কিয়া রাণী।
বিস্তর ভৎসন করি কহে কটুবাণী॥
বিষাদিত হোয়ে রাণী রাজারে জানায়।
ঊষা গর্ভবতী হোলো শুন দৈত্য রায়॥

কেমনে দেখাবে মুখ লোকে মহারাজ।
দেশ যুড়ে অখ্যাতি ঘুষিবে পাবে লাজ।
মহিষীর মুখে শুনি এসব বচন।
লজ্জায় নিমগ্ন ভূপ নমিত বদন॥
কোপেতে কম্পিত কায় বাণ নৃপতির।
অধরে দশন চাপে অবশ শরীর॥
কে আছরে বলি ডাক দিল মহীপাল।
বাণের ইঙ্গিতে তবে ধাইল কোটাল॥
সখি সঙ্গে অনিরুদ্ধ ছদ্ম বেশী সখী।
ফিরিল কোটাল সর্ব্বজনে লখি লখি॥
রাজার সকাশে আসি নিবেদন করে।
শুনিয়া বিস্ময় হোলো বাণের অন্তরে॥
বাণ রাজা গেল তবে তার পাছে পাছে।
সন্ধান করিছে সকলের কাছে কাছে॥
ভাস্কর থাকয়ে যেন ধারাধরে ঢাকা।
ছদ্ম বেশে লুকাইয়া থাকে পুর্ণ রাকা॥
সেইমত অনিরুদ্ধ রমণীর বেশ।
লক্ষণ চিনিয়া তারে ধরে দনুজেশ॥
অনন্তাদে উষাবতী হইল বাহির।
কোতোয়াল পরাক্রম করিছে জাহির॥
চোর ধরিয়াছি বলে পড়ে গেল সাড়া।
বাজাইছে জগঝম্প তাশাডম্ফ কাড়া॥
পশ্চাতে সামন্ত গণ আসিয়া অশেষে।
কেহবা ধরিল বাস কেহ ধরে কেশে॥
দেখি অনিরুদ্ধ কোপে কম্পিত শরীর।
আছাড়ে পাছাড়ে যুদ্ধ করে মহাবীর॥

মুষ্টাঘাতে ভাঙ্গে কার দন্ত দুই পাটি।
কাহার ভাঙ্গিয়া গেল নাসিকার দাঁটি॥
চড় মারি কাহারে ফেলায় ঘুরাইয়া।
চাপড়ে ভাঙ্গিল পৃষ্ঠ হুঙ্কার ছাড়িয়া॥
পদাঘাতে বলগণে ফেলে বহু দূর।
অসুরের উপরেতে হইল অসুর॥
বিনা অস্ত্রে যুদ্ধ আর হবে কতক্ষণ।
পরাজয় হোলো তবে মদন নন্দন॥
কোপেতে কৃষাণু বাণ হেরিয়া তাহারে।
নাগ পাশে বদ্ধকরি রাখে কারাগারে॥
নাথের বন্ধন শুনি কান্দে ঊষাবতী।
ছন্দ বন্দ রূপে দ্বিজ কবির ভারতী॥

শোণিতপুরে নারদের আগমন।

কারাগারে নাগপাশে বন্দি নিজনাথ।
শুনিয়া ঊষার শিরে হয় বজ্রাঘাত॥
বিষাদ নিরদাবৃত মুখ শশধর।
নৃত্যাতি কুন্তল ছলে মত্ত শিখিবর॥
শ্বাসছলে ভ্রমিতেছে প্রখর পবন।
ঘন ঘন করিছে নয়ন বরিষণ॥
ঊষা বলে প্রাণনাথ এই হোলো শেষে।
মজাইনু তোমারে আমি আনিয়া বিদেশে॥
শঙ্কট ভঞ্জন হরি রহিলে কোথায়।
রক্ষ্য রক্ষ্য দীননাথ ধরি দুটি পায়॥
তোমার চরণ সার করিয়াছি আমি।
নাগপাশ হৈতে উদ্ধারহ মোর স্বামী॥

কৃপাকরি নিজ পৌত্রে করহ মোচন।
বিপত্তে রহিলে কোথা শ্রীমধুসূদন॥
এই রূপে বাণসূতা ব্যাকুলিত মনে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর করি ধ্যায় নারায়ণে॥
সিংহাসনে উপবীষ্ট দনুজ ঈশ্বর।
হেনকালে উপনীত দেব ঋষিবর॥
নারদের পদে বাণ প্রণিপাৎ করে।
কহিছে নারদ মুনি মৃদু মৃদুস্বরে॥
তোমার মঙ্গল হেতু চিন্তি অনুক্ষণ।
দেখে যাই বলে আইনু আছহ কেমন॥
তোমা হেতু কেশ কৈনু শুভ্র জটাভার।
এই দেখ তুলসীর কাষ্ঠ কণ্ঠে সার॥
দিবা অবসানে মাত্র ফল মূলাহার।
তব গুণ সদা গায় বিনাটী আমার॥
কহ কহ আপনার মঙ্গল বারতা।
কায নাই মিথ্যা অন্য অন্য উপকথা॥
বাণ বলে মহামুনি কি বলিব আর।
মেয়েটী হইতে কুল হোলো ছার খার॥
চোর এক মোর গৃহে পরম রূপক।
নাজানি কাহার সুত নবিন যুবক॥
বায়ু না আসিতে পারে মোর অন্তপুরি।
তাতে দেখ দুরাশয় কন্যা করে চুরি॥
কাটিতে বাসিনু রূপে ভুলে গেল আঁখি।
অতএব নাগপাশে বদ্ধ করি রাখি॥
উত্তম হইল সাজা বলে রাজাকাণ।
দিন দুই বাদে কোরে দিব পরিত্রাণ॥

মুনি বলে মহারাজ কি বাক্য বলিলে।
ইদানি আপনি বুঝি বিক্ষীপ্ত হইলে ॥
যে জন তোমার কন্যা করিল হরণ।
কোথা তার তব হস্তে হইবে মরণ ॥
তানা হোয়ে হইল কি তুচ্ছ নাগপাশ।
দিন দুই পরে সেই পাইবে খালাস ॥
পৃথিবী শাসিলে ভালো দেবঋষি কয়।
নষ্ট লোকে কষ্ট দিতে এত কেন ভয় ॥
আমার বচন গ্রাহ্য কর মহারাজ।
কদাপি আপনি না করিবে এই কায ॥
তোমার শত্রুর পৌত্র দুরান্ত বিশাল।
চৌর্য্যবৃত্তি ওদ্দিগের আছে চিরকাল।
গোকুলেতে ছিল যবে ওর পিতামহ।
নবনীত চুরি করি পাইল নিগ্রহ ॥
তার পর বৃন্দাবনে ব্রজাঙ্গনা সঙ্গে।
বন মাঝে চুরি করি বিহারিল রঙ্গে ॥
তারি তো সুতের সুত না হইবে কেন।
রেখেছে বংশের ধর্ম্ম কর্ম্ম করি হেন ॥
কুহক বচনে তার ফিরাইয়া মতি।
দ্বিজ কবি বলে মুনি গেলা দ্বারাবতী ॥

মহাঋষির দ্বারকায় গমন।

ত্রিপদী।

ওখানে যাদব পতি, হইলা চিন্তিত মতি,
অনিরুদ্ধে না পেয়ে উদ্দেশ।

বসি যদুবংশ গণে, ভাবিছে বিষন্ন মনে,
অধিক শোকার্ত্ত হৃষিকেশ ॥
অরূপ প্রভুর মায়া, কে জানে ইহার ছায়া,
শোকেতে চিন্তিত সনাতন।
হেনকালে দেখ কিবা, উজ্জ্বল পাটল বিভা,
আইলা নারদ তপোধন ॥
বিনাতে যুড়িয়া তান, মুখে কৃষ্ণ গুণ গান,
গাইতে গাইতে উপনীত।
দেবঋষি হেরি তবে, উঠিয়া প্রণমে সবে,
পদবন্দি কৃষ্ণ পুলকিত ॥
মুনি বলে যদুনাথ, বসিয়া যাদব সাত,
কি করিছ শুন সমাচার।
ঊষা হরে অনিরুদ্ধ, বাণ তারে হোয়ে ক্রুদ্ধ,
নাগপাশে রাখে কারাগার ॥
নাগপাশে যত ক্লেশ, কি কব তাহার শেষ,
গরলে জারিল কলেবরে।
পিতামহ কোথা রৈলে, আমারে নির্দ্দয় হৈলে,
ইহা বলি কান্দে উচ্চৈস্বরে ॥
হেরিতে তাহার মুখ, উপজে দারুণ দুঃখ,
বুকে শেল বাজিল আমার।
তুমি হে নিষ্ঠুর হেন, দয়াময় নাম কেন,
ত্রিজগতে ঘোষয়ে তোমার ॥
শুনিয়া মুনির বাণী, ক্রোধান্বিত চক্রপাণি,
মহামুনি হৈলা অন্তর্হিত।
হোলো সাজ সাজ ডঙ্কা, ভুবনে লাগিল শঙ্কা,
দ্বিজ কবি রচিল সঙ্গীত।

শ্রীকৃষ্ণের রণবেশে শোণিতপুরে যাত্রা।

ললীত মালঝাঁপ।

নারদ উক্তে, সগণ যুক্তে,
সাজিলা আপনি শ্রীহরি।
হইয়া ক্রুদ্ধ, করিতে যুদ্ধ,
চলিলা বাণের নগরি ॥
সেনার লক্ষে, মেদিনী কম্পে,
ধুলায় ঢাকিল অম্বর।
করিয়া দর্প, যেমন সর্প,
ধরিতে মণ্ডুক সত্বর ॥
শোণিতপুর, যাইয়া চুর,
করিল যতেক কটক।
ছাড়িছে শব্দ, যেমন অব্দ,
ভাঙ্গিছে বাণের ফটক ॥
দনুজ দুত, হইয়া চ্যুত,
কহিছে যাইয়া রাজারে।
শুনিয়া বাণ, সন্তোষ প্রাণ,
গৃহধ্বজ ঘন নেহারে ॥
পতাকা ভঙ্গ, দেখিয়া অঙ্গ,
পুলকে হইল পুর্ণিত।
দনুজ রাজ, বলিল সাজ,
কোপেতে লোচন ঘূর্ণিত ॥
অসুরগণ, করিতে রণ,
ঘোটক বারণ সাজায়ে।
পরম রাগে, ধাইয়ে আগে,
বিবিধ বাদ্য বাজায়ে ॥

দানব সর্ব্ব, করিছে গর্ব্ব,
মার মার ডাক হাঁকিছে।
বাজায় ডঙ্কা, রণন রঙ্কা,
ঝাঁকে ঝাঁকে দল ঝাঁকিছে ॥
করির পৃষ্ঠে, ভীষণ দৃষ্টে,
দনুপ চলিছে হরিষে।
কবিতা নিষ্ঠ, চরণ শিষ্ট,
কবিতা পীযুষ বরিষে ॥

ভূণক মালঝাঁপ ছন্দ।

তুপাদেশে, রণাবেসে, মুক্তকেশে, ধায়রে।
কোতোয়াল, লৈল ঢাল, করবাল, তায়রে ॥
কেহ রাগে, ধায় আগে, ভয়ে ভাগে, অমরে।
দনু সুত, বলযুত, যমদুত, সমরে ॥
মহাদম্ভে, পারিলম্বে, অবিলম্বে, ধাইল।
কোলাহলে, দুই দলে, রণস্থলে, আইল ॥
প্রতিপক্ষ, হেরি লক্ষ, সেনাধ্যক্ষ, রাগিয়া।
বলে মার, ঘেরযার, আঁখি ঠার, করিয়া ॥
বলাধান, হয় যান, আগুয়ান হইছে।
ধরি চাপ, দিয়া লাপ, কেহ দাপ, করিছে ॥
তলয়ার, খরধার, কারকার, করেতে।
দৈত্য সর্ব্ব, করে গর্ব্ব, নহে গর্ব্ব, রণেতে ॥
যদুবংশ, অবতংশ, অরিধ্বংশ, কারণে।
হোয়ে রাজি, চড়ি বাজি, কেহ সাজি, বারণে ॥
কেহ রথে, কেহ পথে, হেমমতে আসিয়া।
অনিরুদ্ধ, হেতুযুদ্ধ, করে ক্রুদ্ধ, হইয়া ॥

কেবা কারে, ধরে মারে, নাহি পারে, চিনিতে।
হত তনু, ধরে ধনু, যত দনু, জিনিতে॥
ঘেরি বাট, বলে কাট, মালশাট, মারিছে।
হয় স্তব্ধ, জিনি অব্দ, ভীমশব্দ, ছাড়িছে॥
হনহন, শরগণ, সনসন, ছুটিছে।
দলাদল, বলাবল, কোলাহল, উঠিছে॥
এইরূপ, যুঝে ভূপ, অপরূপ, বিগ্রহ।
রথযান, এড়ে বান, পায় বাণ, নিগ্রহ॥
অবশেষ হৃষিকেশ, দনুজেশ, জিনিলা।
দুর দৃষ্টে, দ্বিজশিষ্টে, শুভাদৃষ্টে, রাখিলা॥

বাণ যুদ্ধ বর্ণন॥

বিস্তারিয়া কহি সবে শুন এই কথা॥
কোন কোন বীরে যুদ্ধ হোয়েছিল তথা॥
দুই দলে একত্রে মিলিল রণস্থলে॥
প্রলয়ের সিন্ধু যেন সৈন্য কোলাহলে॥
রথ পতাকায় প্রায় ঢাকিল গগণ॥
অমারি নিশান খস্তি না যায় গণন॥
নানাবিধ রণ বাদ্য বাজিতে লাগিল।
যাদবে দানবে যুদ্ধ তুমুল বাজিল॥
প্রথমত বাক্যুদ্ধ হয় দুই দলে।
গদাযুদ্ধ হইতে লাগিল বলে বলে॥
হস্তিতে হস্তিতে যুদ্ধ বড় আঁটাআঁটি।
অশ্বে অশ্বে যুঝে আশোওয়ারে কাটাকাটি।
ধানুকী ধানুকী যুদ্ধ ধনুক ধরিয়া॥
পদাতি পদাতি যুদ্ধ হুঙ্কার করিয়া॥

রথি রথি মহাযুদ্ধ বান সন্‌সনি।
খড়্গিতে খড়্গিতে যুদ্ধ খাঁড়া ঝন্‌ঝনি॥
দুই দলে তুল্য মহাবল পরাক্রান্ত।
সমর উভয় দলে উভয়ে কৃতান্ত॥
দুই দলে সমতুল্য রণে নহে উন।
নিরখি বিপক্ষ পক্ষ রাগ বাড়ে দুন॥
দুই দলে করে রণ মনে মহাগর্ব্ব।
প্রদ্যুম্ন সংগ্রাম করে সহ বৃষপর্ব্ব॥
বিপ্রচিত্তি শাম্ব সহ করিছে সংগ্রাম।
কুম্ভাণ্ডের সহ যুঝে প্রভু বলরাম॥
সুভানু সমর করে পুলোমা সংহতি।
পুরুজীত সঙ্গে যুঝে দুর্ম্মুখ দুর্ম্মতি॥
নারায়ণী সেনা সঙ্গে অন্য দেব অরি।
বাণ সহ যুঝিছেন আপনি শ্রীহরি॥
রথ আরোহণে রণ করেন মুরারি।
গজ পৃষ্ঠে বীরদাপে দৈত্য অধিকারী॥
সহস্র করেতে ধরি পঞ্চশত ধনু।
এড়িল সহস্র বাণ বাণ উগ্র তনু॥
এক বাণে নিবারিলা প্রভু ভগবান।
বাণ ব্যর্থ দেখি বাণ ক্রোধে কম্পমান॥
এড়িল অনল অস্ত্র বলির নন্দন।
বরুণ অস্ত্রেতে প্রভু কৈলা নিবারণ॥
পর্ব্বতাস্ত্র বায়ু অস্ত্রে হইল বিনাশ।
অতি ক্রোধে দৈত্যাধীশ এড়ে নাগপাশ॥
রণ ভুমি ব্যাপ্ত হৈল যতেক গোকর্ণ।
নিবারিলা নারায়ণ এড়িয়া সুপর্ণ॥

ধনুকে টঙ্কার দিয়া প্রভু ভগবান।
দুইবাণ বাণ প্রতি করিলা সন্ধান॥
অব্যর্থ কৃষ্ণের বাণ কাটে করিবর।
দেখিয়া ক্রোধিত হোলো দানব ঈশ্বর॥
তবে রথে সুর শক্র করি আরোহণ।
কৃষ্ণের উপরে করে বাণ বরিষণ॥
বাণে বাণ খান খান যুদ্ধ ঘোরতর।
সংগ্রামে উভয় দলে উভয়ে শোসর॥
যুদ্ধে কারো নাহি হয় জয় পরাজয়।
হেরি ক্রোধান্বিত কৃষ্ণ দ্বিজ কবি কয়॥

একাবলী ছন্দ।

কেশবের কোপে কটক গণ।
প্রাণ পণ করি করিছে রণ॥
কৃষ্ণের কৃপায় হইল বল।
দৈত্যসহ যুঝে হোয়ে প্রবল॥
খরতর বাণ হানিছে ঘন।
জর জর করে অসুর গণ॥
হান্ হান্ হাঁকে গগণ ফাটে।
খান্ খান্ করি দনুজে কাটে॥
মার মার করে যাদব কুলে।
কার্ কার্ হৃদি ভেদিল শূলে॥
করে করে অসী যেমন কাল।
শরে শরে নাশে দনুজ জাল॥
ভড়বড়ি সবে ছাড়িছে বাণ।
ধড় ফড়ি করে দৈত্যের প্রাণ॥

ঝর ঝর বারি লোচনে ঝরে।
হর হর বলি ডাকিছে ডরে॥
গেল গেল গেল গেলরে দম।
এলো এলো বুঝি আপনি যম॥
হোলো হোলো একি গেল শরীর।
মোলো মোলো কিহে সকল বীর।
কেহ কেহ ভূমে আছাড়ে দেহ।
দেহ দেহ পাণি করিছে কেহ॥
মরি মরি রব অসুরে করে।
হরি হরিধ্বনি যাদবে ধরে॥
ঘন্ ঘন্ ঘন দামামা গাজে।
রণ্ রণ্ রণ্ নূপুর বাজে॥
ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝাঝরি শব্দ।
কন্ কন্ রবে লাগিল স্তব্ধ॥
ঠন্ ঠন্ নাদ ঘড়িতে রাখে।
সন্ সন্ বাণ সঘনে ডাকে॥
বাণের জননী শুনিয়া বার্ত্তা।
রণস্থলে এলো হইয়া আর্ত্তা॥
বিগলিত করি মাথার কেশ।
ত্যজিয়া বসন উলাঙ্গ বেশ॥
হেরিয়া গোবিন্দ সম্বরে রণ।
লজ্জায় হইলা অধোবদন॥
এই সাবকাসে পলায়ে বাণ।
করিছে হরের স্তুতি বিধান॥
হরিহর পদ ভাবিয়া মনে।
শ্রীউমাচরণ সরসে ভনে॥

বাণ কর্ত্তৃক শিব স্তুতি।

তোটক ছন্দ।

নম শম্ভু সুরেশ স্মরান্ত কারি ॥
শশী অর্দ্ধ পীণাক ত্রিশূল ধারী ॥
দীনে রক্ষ হে শঙ্কর গৌরী পতি।
রণ শঙ্কটে কিঙ্করে শীঘ্রগতি ॥
যদু বংশধর মোরে ধ্বংস করে।
তুমি অংঘ্রীতটে রাখ দীন বরে ॥
তুমি বিশ্বনাথ প্রভু বিশ্বপতি।
আমি দুষ্ট দুরাশয় ভ্রষ্ট মতি ॥
তব চিহ্নিত হে নহি অন্যজন।
পাদপদ্মে তব মম ভীত্র মন ॥
তুমি শক্তি সদাশ্রয়ী শক্তি মম।
বল বুদ্ধি সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি তম ॥
তবে রুষ্ট কেন হোয়ে তুষ্ট তর।
বসু পুত্র হাতে মোরে ত্রাণ কর ॥
ত্রিপুরান্তক অন্তক শঙ্কাহর।
সুর কিন্নর বন্দিত অংঘ্রীবর ॥
ভব বন্ধন মর্দ্দক মোক্ষ দাতা।
তোমা ভিন্ন নহে সুর শক্র ধাতা ॥
কৃপা কল্পতরু নাম অল্প নহে।
নিজ ভক্তে কেন এত নির্দ্দয় হে ॥
এ প্রপন্নে প্রসন্নে রাখ চরণে।
তোমা ভিন্ন নাহি জানি অন্যজনে ॥

কুঙ্ক কিঙ্করে কিঞ্চিত কৃপাদান।
নহে শঙ্কর শঙ্কটে যায় প্রাণ ॥
ঘোর শঙ্কটে শঙ্কটে রক্ষ ভব।
করুণাশ্রয়ী উমাচরণ তব ॥

হরি হরের যুদ্ধ।

ললীত প্রবন্দ ছন্দ।

শঙ্কটে পড়ে বাণ, জানিয়া ভগবান,
হইলা ব্যাথিত অন্তর।
হইয়া ক্রোধ মন, লইয়া নিজগণ,
চলিলা যথায় সমর ॥
কার্ত্তিক গণপতি, রাক্ষস যক্ষরথী,
চলিতেছে নন্দি ভৃঙ্গী।
বেতাল তালকাল, পীশাচ পালেপাল,
ব্রহ্ম দৈত্য ভীম শৃঙ্গী ॥
প্রমথ কুল কুল, করিছে হুল স্থুল,
ধাইল ভৈরব সকলে।
মারিছে মালশাট, করিছে মার কাট,
হেরিয়া শামন্ত বিকলে ॥
করিয়া মার মার, ছাড়িয়া হুহুঙ্কার,
করির ধরিছে শুণ্ডেতে।
রথেতে দিয়া টান, করিছে খান খান,
লাথি মারে হয় মুণ্ডেতে ॥
হেরিয়া যদুগণ, ক্রোধেতে হুতাশন,
ধারাবত বাণ বরিষে।

মদন সহ রণ, করিছে ষড়ানন,
অস্ত্রে অস্ত্র কাটে হরিষে ॥
সমর ঘোরতর, শাম্ব ও লম্বোদর,
দেখিয়া বাণ করে দম্ভ।
পেয়ে সহায় বল, ডাকিয়া নিজদল,
পুন করে যুদ্ধ আরম্ভ ॥
ক্রোধেতে যদুনাথ, কাটেন সব হাত,
তার চারি হাত রাখিয়া।
আক্রোশে ত্রিলোচন, আরম্ভ করে রণ,
কাতর কিঙ্করে দেখিয়া ॥
ত্র্যম্বক সেনাচয়, হইল পরাজয়,
হেরিয়া ঈশান কুপিল।
জ্বরেরে উৎপত্তি, করিলা পশুপতি,
দম্ভেতে মহাবীর চলিল ॥
শিবের অনুচর, দারুণ ভয়ঙ্কর,
ত্রিমুণ্ড ত্রিপাদ ধায়ক।
করেতে লয়ে শূল, শমন সমতুল,
নাশিছে যাদব কটক ॥
জ্বরেরে নিরীক্ষণ, করিয়া নারায়ণ,
সৃষ্টি কৈলা জ্বর আপনি।
কৃষ্ণের অনুচরে, ধরিল শিব জ্বরে,
সমরে কম্পয়ে অবনী ॥
শম্ভু মাধবে রণ, কম্পিত ত্রিভুবন,
নির্জ্জরে আশঙ্কা পাইয়া।
স্তবন করে ধাতা, যথায় জগন্মাতা,
শুনি শিবানী চলে হাসিয়া ॥

পরম কুতুহলে, আসিয়া রণস্থলে,
মধ্যে দাঁড়াইলা পার্ব্বতী।
হেরিয়া হরিহর, সম্বরিল সমর,
পাছে হত্যা হয় যুবতী॥
দোঁহারে নিরখিয়া, বিধিমতে ভঙ্গিয়া,
দুর্গা নিবারণ করিলা।
যাইলে ভ্রমদূর, আক্রোশ হোলো চূর,
হরিহর উভয়ে মিলিলা॥
দুজনে আলিঙ্গন, মিনতি ঘনে ঘন,
একাঙ্গ হইলা প্রেমেতে।
ভাবিয়া শিব কৃষ্ণ, উমাচরণ শিষ্ট,
বর্ণন করিলা ক্রমেতে॥

হরিহর অর্দ্ধঅঙ্গ বর্ণন॥

অর্দ্ধাঙ্গ গোবিন্দ হৈলা অর্দ্ধ শম্ভু প্রকাশং।
অর্দ্ধেক নীরদ কান্তি অর্দ্ধ শুভ্র শঙ্খাসং॥
অর্দ্ধভাগে এক ভুজে সুদর্শন ধারিণং।
অর্দ্ধেক ভুজেকে শূল কণ্ঠে নাগ হারিণং॥
অর্দ্ধেকে শ্রীবৎস বক্ষ ভৃগু অংঘ্রী অঙ্কিতং।
অর্দ্ধ বক্ষে রোম শ্রেণী সুধাংশু কলঙ্কিতং॥
অর্দ্ধ বস্ত্র ব্যাঘ্র চর্ম্ম অর্দ্ধে পীত অম্বরং।
অর্দ্ধেকে বিষাক্ত কণ্ঠ কৌস্তবার্দ্ধ সুন্দরং॥
ওষ্ঠাধরারুণ কান্তি সুধা বাক্যে শিঞ্চিতং।
কিবাস্মিত স্মিত গণ্ড কিঞ্চিত সু কিঞ্চিতং॥
অর্দ্ধ মূর্দ্ধে জটাজূট অর্দ্ধে চূড়া শোভনং।
অর্দ্ধে পদ্ম চক্ষু অর্দ্ধে ঢুলু ঢুলু লোচনং॥

অর্দ্ধে অর্দ্ধচন্দ্র ভুরু ফণি ফণা নিন্দকং।
অর্দ্ধে ভুরু ভঙ্গে ভঙ্গে কার্ম্মুক কন্দর্পকং ॥
অর্দ্ধ কর্ণে অক্ষমাল্য অর্দ্ধে বন মালকং।
তিলকার্দ্ধ ইন্দু অর্দ্ধ অর্দ্ধ অর্দ্ধ ভালকং ॥
সুশোভ্য ধুস্তূর পুষ্পে এক কর্ণ মণ্ডলং।
এক কর্ণ বিভুষণং মণিময় কুণ্ডলং ॥
অপ্রভিন্ন আত্মা, অঙ্গ অর্দ্ধ অর্দ্ধ ধারয়েৎ।
হরি হরাংগ্রী অম্ভোজে দ্বিজ কবি চারয়েৎ

লঘু ত্রিপদী।

মহেশ কংসারি, এক অঙ্গ ধারী,
অনিমিখে হেরে সবে।
বাণ মহারাজ, ত্যজি রণ সাজ,
কৃষ্ণেরে তুষিছে স্তবে ॥
পূর্ব্বের যে ভাব, হইল অভাব,
জ্ঞানবর্ত্তী অধিকারী।
নীরদাবরণ, হইতে যেমন,
প্রকাশিলা তিমীরারি ॥
দেব পঞ্চানন, লয়ে নিজগণ,
অন্তর্ধান কৈলা রঙ্গে।
বাণ দৈত্যেশ্বরে, কৃষ্ণে স্তুতি করে,
প্রণমিয়া অষ্ট অঙ্গে ॥
অনিরুদ্ধ যথা, আশু গিয়া তথা,
বন্ধন ঘুচায়ে দিল।
আনি শীঘ্রগতি, কন্যা উষাবতী,
অনিরুদ্ধে সমর্পিল ॥

মাধবের জয়।

শঙ্খ জয় জয়, বাণপুরে হয়,
মহা মহোৎসব ময়।
পৌত্র পৌত্রবধু, সহ সব যদু,
কৃষ্ণ গেলা নিজালয়॥
দ্বারিকা নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
হয় জয় জয় ধ্বনি।
সহ পরিবার, আনন্দ অপার,
সুখে বাসে চিন্তামণি॥
এই উপাখ্যান, হৈল সমাধান,
শ্রবণেতে অক্ষঃ ক্ষয়।
জ্বরজ্বলা আদি, ঘুচে নানা ব্যাধি,
শ্রীউমাচরণ কয়॥
ইতি মাধব মঙ্গল সমাপ্ত।

শরণং ।

মঙ্গলাচরণ ও চিত্রকাব্য ।

শ্রী—কালীর পদাম্বুজে, মজরে স্ব মন ।
উ—দ্ধার হইবে ভবে, ছোঁবেনা শমন ॥
মা—য়াতে কি মুগ্ধ হোয়ে, রবে চির দিন ।
চ—রমে কি হবে, নাহি ভাব কোনো দিন ॥
র—য়েছ নিশ্চিন্ত কেনো, ওরে মূঢ় মন ।
ণ—স্ব রূপা কালী রূপ, চিন্ত অনুক্ষণ ॥
চ—ঞ্চল স্বভাব তব, বুঝালে বুঝনা ।
ট্টো—লাটল পাপে তুমি, জেনে কি জাননা ॥
টে—নিলে টানিয়া টিকি, লবে যম বল ।
পা—র হোতে চাও যদি, কালী কালী বল ।
ধ্যা—ন যাঁরে যোগীগণ, নয়ন মুদিয়া ।
য়—মের যমত্ব নাশ, যে পদ পূজিয়া ॥
ক—রেন যে গুণোগান, শিব পঞ্চ মুখে ।
বি—ধাতা জপেন যেই, নাম চতুর্ম্মুখে ॥
বি—শ্বময়ী তারা যিনি, সংসারের সার ।
র—তি নতি রাখ মন, শ্রীচরণে তার ॥
চি—ন্তিত হোয়ো না মন, এ ভবে তরিতে ।
ত—রিবে স্বরায় কালী, ভজ এক চিত্তে ॥